দৈনিক ইত্তেফাক
21 JUN 2008
৯ . ৭

দেশে উচ্চ শিক্ষার মান

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

আমাদের যে কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ) শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেশের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে দায়িত্ব পালন করছে সেগুলোর শিক্ষার মান, আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আলোচনা হচ্ছেও, এর আরও প্রয়োজন রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, পথ দেখাতে পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবজনক ঐতিহ্য। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও মান-মর্যাদার বিষয়েই কম কিসে? এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে যেহেতু জীবন দর্শন স্থির করে, জাতির প্রতি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক, জাতিকে সম্মান-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করার যথার্থ ভূমিকা এদেরকেই পালন করতে হবে। অপেক্ষাকৃত নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও দায়িত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগকে অবলম্বন করে যে যে বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর কথায় আসা যায়। এসব বিভাগ মহিমায় ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কোনটা হয়তো যুগের সাথে অতোটা তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। কোন কোনটা ক্রমেই অগ্রগতি লাভ করেছে। রসায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথা, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা ও পরিবেশ রসায়ন এবং ফার্মেসী অনুষদের বিষয়গুলোতে যা যা অধীত হয়, যে সব বিষয়ের উপর গবেষণা হয়, তা যুগের চাহিদা মোতাবেক কতোটা মজবুত ও যৌক্তিক কাঠামোতে দাঁড়িয়েছে? বিষয় উন্নত হওয়ার ফলে গবেষণার মান নিশ্চয়ই আরও উন্নত হবে এবং গুরুত্বহ হবে। মাষ্টার্স গবেষণায় ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত যোগ দেয় এই শ্রেণীর তত্ত্বীয় পরীক্ষার পর। চার বছর মেয়াদী ডিগ্রী লাভ করে শিক্ষার্থীগণ কেউ কেউ ঔষধ ও রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ সরকারী-বেসরকারী চাকরি পাচ্ছে বলে, তারা অনেকেই মাষ্টার্স ডিগ্রীর উপর গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। একটা ডিগ্রী হলেই চলে মনে করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়াশুনায় নিবিষ্ট হয় না। অথচ মাষ্টার্স পর্যায়ের ডিগ্রী কোর্সে গুরুত্ব দেয়া কম হলে শিক্ষার মান কিভাবে উন্নত হবে? পাঠ্যসূচীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন এবং জাতির সার্বিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে গবেষণায় যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। মাষ্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত হলেই এম ফিল ও পিএইচ ডি পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নকে লক্ষ্য ধরেই শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, উল্লেখিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত করার পথে আর কোন সহজ পথ খোলা নেই। অপেক্ষাকৃত নবীন বেশ ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার উচ্চশিক্ষার্থী কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয় প্রতি বছর। অথচ এখানে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ বাড়ছে না। এক্ষনে মাত্র দুটি বিষয়ে ব্যবস্থায় অনুষদে পাঠদান হয়, বিজ্ঞান অনুষদও সংকুচিত। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তেমনি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিপুল হলেও, এখানে বিজ্ঞানের অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ বিষয় যেমন ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বা বস্তু বিজ্ঞান (materials science), কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন এবং ফার্মেসী বিষয় এখনও খোলা হয় নাই। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেশের অন্যতম বৃহৎ ও আকর্ষণীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার চাহিদা আছে।

নব প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলে দেশের কর্মসংস্থান বাড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, সেসব বিষয়ে নব প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুযোগ দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন। বিভাগীয় পর্যায়ের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি সৃষ্টি করলে এই ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ফলশ্রুতিতে গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত হলে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নত হবে। এ বিষয়ে কোন কোন সুধীজন ভাবতে শুরু করেছেন, এটা শুভ লক্ষণ।

দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীর শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে বলে আমি মনে করি। আনন্দ মোহন কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, রাঙ্গামাটি কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, যশোর এম এম কলেজ, ঢাকাস্থ ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজ, নরসিংদী কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ, কুষ্টিয়া সান্দত কলেজ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, নারায়নগঞ্জ তোলারাম কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এই বিশাল কলেজগুলোকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলে দেশে উচ্চশিক্ষার মান যেমন উন্নত হবে, কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য তেমনি বাড়বে। পার্বত্য জেলাসমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি কলেজকে প্রথম পর্যায়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার জন্য সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে মেধাবী তরুণ-তরুণীগণের শিক্ষা জীবন যাতে ফলপ্রসূ হয়, সেই সুযোগ সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য হতে হবে। খুবই গুরুত্বের সাথে বিষয়টি ভাবতে হবে। ফলশ্রুতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্যান্য ডিগ্রীপ্রদানকারী কলেজগুলির উপর তার তদারকির কাজ আরও জোরদার করতে পারবে। এতে তার কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে এবং জাতি অধিক লাভবান হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা জেলাভিত্তিক প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী বিশাল কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে যে অর্থিক সংশ্লিষ্টতা আসবে, তা জাতি পোষাবে কিভাবে? এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত:, পরিবর্তিত খরচ ও বর্তমানে কলেজ চালাবার খরচের মধ্যে পার্থক্য হিসেব করলে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত:, জাতীয় জীবনে মেধাশক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপই হবে সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। প্রথম হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে অধিক ৫-৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে, তাও প্রথমে নয়। এরপরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫০টির মতো সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী বিশাল কলেজ, বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আইন কলেজ, তথ্য প্রযুক্তি এবং অন্যান্য কলেজ ইনষ্টিটিউট থাকবে। যে ওগুলো শিক্ষার মানোন্নয়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় তখন অধিক অবদান রাখতে পারবে। অন্য একটি চিত্র একই সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইডেন কলেজ বা তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত না করে যদি ঢাকার বুকে কোথাও অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তো তাকে ১৭-১৮ হাজারের মতো ছাত্র-ছাত্রীকে (শুধু এরূপ একটি কলেজেই বর্তমানে এতো সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে) উন্নত মানের ও যুগোপযোগী শিক্ষা দানের স্তরে আসতে কতোদিন এবং অতিরিক্ত কতো অর্থ প্রয়োজন পড়বে? অথচ অনেক কম সময়ে ও কম অর্থ ব্যয়ে উক্ত দুটি কলেজকে আমরা কাঙ্খিত মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে পারি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমনি সাধুবাদ পাওয়া যাবে। এসব ঐতিহ্যবাহী বিশাল কলেজগুলোর পেছনে জাতি এতোদিন বিনিয়োগ করেছে, জাতীয় স্বার্থে এখন সে বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচী উন্নত ও যুগোপযোগী করাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান অর্থবছরে শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (বাজেটের প্রায় ১২.০ ভাগ বরাদ্দ),তাকে অবলম্বন করেই কাজে হাত দিতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নকে জাতীয় স্বার্থেই বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। জাতির গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোর অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গবেষণা সম্পৃক্ততা অবশ্যই বাড়াতে হবে। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যন্ত্রপাতির সুবিধা, গবেষণা জার্নাল প্রাপ্যতা, ইন্টারনেট সুবিধা, এবং উচ্চতর ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কিন্তু গবেষণা সম্পৃক্ততা অতোটা বাড়েনি। পূর্বে আমরা দোহাই দিতাম সুযোগ-সুবিধার, এখন দোহাই দেয়া হয় সময়ের। এর একটা বিহিত হলে গবেষণা সম্পৃক্ততা বাড়বে। অর্থাৎ অন্যত্র কাজ না করে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে অধিক সময় দিলে যদি আয় বাড়তো এবং সাধারণভাবে জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য আসতো, তো অনেকেই গবেষণায় সম্পৃক্ততা বাড়াতেন। কর্মস্থলে অধিক সময় প্রদান করতেন। অধিকন্তু গবেষণায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর অভাবতো রয়েছেই। চার বছর মেয়াদী সম্মান ডিগ্রী প্রাপ্তরা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল চাকরি-বাকরি পেয়ে যায় বলেই হয়তো এই অবস্থা। যারা তা পায়না তাদেরকেও মনে হয় ঐ ছন্দ পেয়ে বসে। তারা মাষ্টার্স ডিগ্রী করতে আসে কর্মক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য। মান-মর্যাদা বাড়াবার জন্য বা ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা পাবার আশায়।

এম. ফিল বা পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করার জন্য যারা আসে, তারা যথাক্রমে চার বছর মেয়াদী সম্মান অথবা পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে আসে। এম. ফিল ও পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করতে হলে তাদেরকে ধৈর্য, সততা ও কঠোর শ্রম দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সুনাম ও মর্যাদায় সমুন্নত করতে হলে শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রী গবেষকদেরকে আরও অধিক সময়ব্যাপী গবেষণায় নির্দেশনা (supervision) দান করবেন এটাই কাম্য। শুধু শিক্ষকগণ সময় দিলেই হবে না, গবেষকদেরকেও অধিক সময় দিতে হবে। সম্প্রতি স্কুল থেকে সবেতনে ছুটি লাভ করে না বলে অনেকেই গবেষণায় অধিক সময় দিতে পারে না। অতএব এমফিল ও পিএইচডি গবেষকদের জন্য যথাক্রমে কমপক্ষে দুই ও তিন বছর সবেতনে ছুটি গ্রহণের বিধান করা হলেই শুধু এসব বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অধিক মানসম্পন্ন ও নিয়মিত হবে। এসব উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তন করতে হবে। উপযুক্ত এবং ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্য নিশ্চিত হলেই শুধু শিক্ষকগণের সাথে মেধাবী গবেষক বিভাগসমূহে যোগদান করে থাকে। অতএব এসব ডিগ্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণায় অর্থপূর্ণ ফলাফলের জন্য গবেষকগণকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা হিতৈষীগণ যেমন পরীক্ষায় দক্ষতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকেন, উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যও তেমনি তারা গবেষণা বৃত্তি প্রদান করবেন, এমন আশা করছি। মাষ্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা মানের দৈন্য দশা কাটাবার জন্যও সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামান উন্নত করার পথে সংশ্লিষ্ট ডিগ্রীদানকারী কলেজগুলোর শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণসহ সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়ক ব্যবস্থাগুলোর উন্নয়নও ত্বরান্বিত করতে হবে। যন্ত্রপাতির অভাব-অনটন এখন যদিও কিছুটা কমেছে, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবটা কিন্তু প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনও অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য শিক্ষক গবেষকগণ যদি বিশেষ যত্নশীল হোন, তবেই সেগুলো ঠিকমতো কাজ করবে এবং গবেষণায় ইতিবাচক ফলাফল আসবে।

শিক্ষকদের বেতন স্কেলের দুর্বলতা, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব শিক্ষার মানোন্নয়নে বিরাট প্রভাব ফেলে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র ও উন্নত বেতন স্কেলের কথা শিক্ষাবিদগণ প্রায়শই বলছেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সাথে আমাদের শিক্ষকগণের সুবিধাসমূহ বিবেচনা করে দেখতে হবে। শিক্ষকগণকে যাতে রুটি রোজগার অর্জনের জন্য বর্তমানের মতো গলদঘর্ম হয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

[লেখক : চেয়ারম্যান, কার্বনিউক্লিয়ার কেমিষ্ট্রি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ]

> কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের অর্থনৈতিক ও জীবনমানের উন্নয়নকে লক্ষ্য ধরেই শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে আর কোন সহজ পথ খোলা নেই।